

প্রজ্ঞা, কর্ম নরিজরা, বশ্বাস এর অযোগ্য, পরোক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কাকে বলে ?

1. প্রজ্ঞা কাকে বলে ?

উত্তর :-

গভীর শ্রদ্ধা, গভীর বশ্বাস, বনিয়, নরিজনতা, স্থরিতা, পরম একাগ্রতা সহকারে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যুক্ত ব্যাক্তির জ্ঞান উপদশে বা সাধন-সমাধির দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত জ্ঞান যখন নরিমল অন্তরে প্রবশে করে প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গভীর স্থতিলাভ করে তখন তাকে প্রজ্ঞা বলে ।

2. কর্ম নরিজরা কাকে বলে ?

উত্তর:-

শাস্ত্রানুসারে যখন কোনো ব্যাক্তিকায়-মন-বাক্য সব ঈশ্বরে সমর্পন করে তখন সেই ব্যাক্তির ভক্তি-নিষ্ठा হতে নরিমল অন্তরে কোনো কামনা উৎপন্ন হয়না এবং পূরণরূপে নিষ্কামস্থতি প্রাপ্ত হয় -তখন সেই ব্যাক্তি ব্যবহারিকি জগৎ ও শরীরে শুধু প্রারাদ্ধ কর্মেরই ভোগ হয় এবং সেই ভোগক্ষয় মোক্ষের হতে হয় , যার ওই নিষ্কামস্থতিতেই সেই ভোগক্ষয় করাকেই কর্ম নরিজরা বলে ।

2. কর্ম নরিজরা কাকে বলে ?

উত্তর:-

শাস্ত্রানুসারে যখন কোনো ব্যাক্তিকায়-মন-বাক্য সব ঈশ্বরে সমর্পন করে তখন সেই ব্যাক্তির ভক্তি-নিষ্ठा হতে নরিমল অন্তরে কোনো কামনা উৎপন্ন হয়না এবং পূরণরূপে নিষ্কামস্থতি প্রাপ্ত হয় -তখন সেই ব্যাক্তি ব্যবহারিকি জগৎ ও শরীরে শুধু প্রারাদ্ধ কর্মেরই ভোগ হয় এবং সেই ভোগক্ষয় মোক্ষের হতে হয় , যার ওই নিষ্কামস্থতিতেই সেই ভোগক্ষয় করাকেই কর্ম নরিজরা বলে ।

3. বশ্বাস এর অযোগ্য কাকে ?

উত্তর :

শাস্ত্রানুসারে ধর্মহীন, স্ত্রীতোষামোদকারী, অতর্কিপণ, অসংকর্মকারী , পতি-মাতৃ সর্বোহীন, শাস্ত্র-গুরু নরিদুক , শাস্ত্র-গুরু ও ভগবৎ ভক্তিহীন , চরিত্রহীন , মথিষাবাদী , অসংপথে উপার্জনকারী অন্ন ভক্ষণকারী , নজিরে অধিকার বা চরিত্রসীমা লঙ্ঘনকারী ব্যাক্তি ও প্রতশ্রুতি ভঙ্গকারী ব্যাক্তি সর্বদাই বশ্বাস এর অযোগ্য --সে নারী বা পুরুষ যাই হোক না কেনে । এই সকল ব্যাক্তিকে বশ্বাস করা আর নজিরে মাথায় নজিহে কুঠার আঘাত করা একই ধরা যতে পারে ।

4. পরোক্ষ জ্ঞান কাকে বলে ?

উত্তর:.....

গভীর শ্রদ্ধা, গভীর বশ্বাস, বনিয়, নরিজনতা, স্থরিতা, পরম একাগ্রতা সহকারে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যুক্ত ব্যাক্তির নকিট জ্ঞান উপদশের দ্বারা উপলব্ধিজাত জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে ।

5. প্রত্যক্ষ জ্ঞান কাকে বলে ?

উত্তর :----

গভীর শ্রদ্ধা, গভীর বিশ্বাস, বনিয়, ধর্ম আচরণ , গুরু সর্বো , দশে ভক্তি , মাতৃ-পিতৃ সর্বো , নরিজনতা, স্থিতিতা, নস্কামতা , পরম একাগ্রতা সহকারে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যুক্ত মহান 32 লক্ষণ সম্পন্ন সদ্গুরুর নকিট দীক্ষা , বদ্বিযা , জ্ঞান উপদেশের পর কঠোর সাধনা -সমাধির দ্বারা উপলব্ধিজাত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে ।

6. প্রকৃত ধন কি ?

উত্তর: ---

যে সম্পত্তি আমার জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরও আমার সঙ্গে থাকবে , যাকে আমি ত্যাগ করবো না বা যে আমাকে কোনো অবস্থায় ত্যাগ করবে না --- তাহাই আমার প্রকৃত সম্পত্তি বা প্রকৃত ধন বলে ।

7. প্রকৃত ধনী কে ?

উত্তর:--

যে প্রকৃত সম্পত্তি বা প্রকৃত ধন জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরও যার সঙ্গে আছে --

এই রকম মহাধন যিনি লাভ করছেন তিনিই প্রকৃত ধনী ।

যমেন টাকা-জমি-বাড়ি-স্ত্রী-সন্তান-মা-বাবা এরা কেউই জন্মের আগে ছিল না এবং মৃত্যুর পরও থাকবে না - কিন্তু যে গুরু প্রদত্ত বদ্বিযা-জ্ঞান লাভের পর মনুষ্য পূর্ণত্ব ও মোক্ষ লাভ করে , যাহা মৃত্যুর পরে এবং পুনঃজন্মের সঙ্গেও বদ্বিষমান থাকবে তাহাই প্রকৃত ধন।

8. প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে "মহাশয়" কাকে বলে ?

উত্তর:---

যিনি সমস্ত ও অনন্ত আকাশ , ব্রহ্মান্ড , গ্রহ-নক্ষত্র , অগ্নি, বায়ু , জল , মাটি , মন , বুদ্ধি , চিত্ত , মহত্ব , অহংকার , অবমল , কর্মক্ষেত্র , কর্মবীজ , কর্মফলকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনিই একমাত্র মহাশয় -- আর যিনি নিজেকে ওই মহাশয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পরেছেন তাকে শাস্ত্রানুসারে মানব এর মধ্যেই মহাশয় বলতে পারি ।

9. প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে "নিরাশ্রয়" কাকে বলে ?

উত্তর :-----

সাধক যখন সাধন প্রভাবে মন , চিন্তা-তরঙ্গ , বুদ্ধি , চিত্ত , মহত্ব , অহংকার , দেহবোধ , সংস্কার , কর্মফল , বাসনা , কল্পনা , পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি সব প্রকারের আশ্রয় পূর্ণরূপে ত্যাগ করে থাকে , আর কোনো আশ্রয় থাকে না , একমাত্র তখন তাকে প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে "নিরাশ্রয়" বলে । শাস্ত্রে আছে যে "নিরাশ্রয় মাং জগদীশ রক্ষঃ" অর্থই শাস্ত্রানুসারে যদিকউ উপরুক্ত নিরাশ্রয় হতে পারি তো নিশ্চয় জগদীশ তাকে নিজের রক্ষা করেন ।

10. প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে "ভব বা ভবসাগর " কাকে বলে ?

উত্তর :---

শাস্ত্ৰে প্ৰকৃতপক্ষে যে কোনও জীবাত্মাৰ কৰ্মবশতঃ বার বার জন্ম-মৃত্যুৰ যে অসীম চক্ৰ ৰূপি সাগৰ -যা ক্ৰমশঃ চলতেই থাকে -যাহা পূৰ্ণ ব্ৰহ্মজ্ঞান না হওয়া পৰ্যন্ত পাৰ কৰা যায় না - সেই জন্ম-মৃত্যু চক্ৰ ৰূপি সাগৰকেই শাস্ত্ৰে "ভব বা ভবসাগৰ " বলছে ।

